মুখ্যমন্ত্রী (The Chief Minister)

নিয়োগ (Appointment)

রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান অনুসারে **রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ** করেন। তত্ত্বগতভাবে রাজ্যপালের ইচ্ছার ওপর মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ নির্ভর করলেও বাস্তবে এ ব্যাপারে রাজ্যপালের বিশেষ কিছু করার নেই। কারণ, **বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকেই** তিনি মুখ্যমন্ত্রীপদে নিয়োগ করতে বাধ্য। কিন্তু বিধানসভায় কোনো দল বা মোর্চা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে রাজ্যপাল তাঁর **'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগ** করে নিজ মনোমতো ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীপদে নিয়োগ করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য-আইনসভার **যে-কোনো কক্ষের সদস্য** হতে হয়। রাজ্য-আইনসভার সদস্য নন, এমন কোনো ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীপদে নিযুক্ত হলে তাঁকে **৬ মাসের মধ্যে রাজ্য-আইনসভার সদস্য** হতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর **কার্যকালের** সাধারণ **মেয়াদ ৫ বছর**।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions)

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে :

▸▸ *(১) বিধানসভার নেতা :* রাজ্য-বিধানসভার নেতা বা নেত্রী হলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভার **অধিবেশন-আহ্বান** করা, **স্থগিত** রাখা, প্রয়োজন হলে **ভেঙে দেওয়া** প্রভৃতি বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই রাজ্যপাল কাজ করেন। রাজ্য-সরকারের প্রধান মুখপাত্র

Scanned with CamScanner

হিসেবে তিনি **সরকারি নীতি ব্যাখ্যা** করেন। রাজ্যের **অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের** ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বিধানসভায় বিতর্ক চলাকালে কোনো মন্ত্রী কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাঁকে সাহায্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। **গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিল পাস করানোর** দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। রাজ্য-মন্ত্রীসভা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য তিনি বিধানসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। **বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব** বজায় রেখে আইনসভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে, সে বিষয়ে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাঁর কিংবা তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্য-মন্ত্রীসভার সঙ্গে রাজ্য-আইনসভার বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি **আইনসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ** দিতে পারেন। তবে রাজ্যপাল তাঁর 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগ করে এই পরামর্শ অগ্রাহ্যও করতে পারেন।

▸▸ *(২) রাজ্য-মন্ত্রীসভার নেতা বা নেত্রী :* মুখ্যমন্ত্রীকে সাধারণত 'সম-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, রাজ্য-মন্ত্রীসভার 'শীর্ষস্থান' (at the head)-এ মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান বলে বর্ণনা করে **সংবিধান কার্যত তাঁর নেতৃত্বকে প্রাধান্য** দিয়েছে। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল **মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ** করেন এবং প্রয়োজন হলে তাঁদের **পদচ্যুতও** করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের **দপ্তর বণ্টন** করেন। প্রয়োজনবোধে তিনি দপ্তরের **পুনর্বণ্টনও** করতে সক্ষম। রাজ্য-মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে **ঐক্য ও সংহতি** রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত তাঁরই। বিভিন্ন দপ্তর সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, সেদিকে তাঁকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তিনি রাজ্য-মন্ত্রীসভার **বৈঠক আহ্বান** করেন এবং তার সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর **মতবিরোধ** হলে সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সমগ্র মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য। তাই প্রয়োজন হলে তিনি পদত্যাগের ভীতি প্রদর্শন করে মন্ত্রীসভাকে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার চেষ্টা করেন। রাজ্য-মন্ত্রীসভার ওপর মুখ্যমন্ত্রীর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অনেকে তাঁকে **রাজ্যের 'ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ'** বলে বর্ণনা করে থাকেন।

▸▸ *(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রী :* বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে যাতে **নিজ দলের ভাবমূর্তি, সংহতি ও প্রাধান্য** বজায় থাকে, সেদিকে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। **দলীয় নীতির সঙ্গে সরকারি নীতির সামঞ্জস্যবিধানের** জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। রাজ্যের **শাসক দলের জনপ্রিয়তা** মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দলের মধ্যে যাতে উপদলীয় বিরোধের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য তাঁকে সদাসতর্কভাবে **দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা** করতে হয়।

▸▸ *(৪) রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা :* রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা হলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণত **তাঁর পরামর্শ অনুসারে রাজ্যপাল যাবতীয় কার্য পরিচালনা** করেন। তা ছাড়া, **রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য-মন্ত্রীসভার যোগসূত্র** রক্ষার দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হয়। মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে **রাজ্যপালকে অবহিত রাখা** তাঁর কর্তব্য। শাসন-সংক্রান্ত কোনো বিষয় এবং আইন প্রণয়নের জন্য রাজ্য-ক্যাবিনেটে গৃহীত কোনো প্রস্তাব সম্পর্কে রাজ্যপাল কোনো কিছু জানতে চাইলে সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য।

Scanned with CamScanner

▸▸ *(৫) বিবিধ কার্য :* **জনসংযোগ রক্ষা** করা মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। **জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি** রেখে তাঁকে সরকারি নীতি নির্ধারণ এবং কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী **বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে** এবং **জনসভায়** যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে আমন্ত্রিত হন। তিনি বেতার, দূরদর্শন, জনসভা প্রভৃতিতে বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং নিজ দল বা মোর্চার সপক্ষে **জনমত গঠনের** চেষ্টা করেন। রাজ্যের জনগণ মুখ্যমন্ত্রীকেই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করে।

● পদমর্যাদা (Position)

মুখ্যমন্ত্রীর সর্বব্যাপী ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে অনেকে তাঁকে রাজ্যের **'প্রকৃত শাসক'** (real ruler) বলে অভিহিত করেন। কারণ, তাঁরই **সাহায্য ও পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ** করেন। কিন্তু অনেকে এই যুক্তি মেনে নিতে রাজি নন। তাঁদের মতে, রাজ্যপালের হাতে 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' থাকায় তিনি ইচ্ছা করলে **মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য-মন্ত্রীসভার পরামর্শ উপেক্ষা** করতে পারেন। সংবিধান অনুসারে **'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।** এমনকি, তাঁর এই ক্ষমতার প্রয়োগ আদালতের এক্তিয়ার-বহির্ভূত। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ বিভিন্ন সময়ে 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগ করে রাজ্য-মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমনকি, রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনপরিচালনা বিষয়ে বিরূপ রিপোর্ট প্রদান করে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থাজনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে **অবাধ্য মন্ত্রীসভাকে শাস্তি** দিতে পারেন। অবশ্য সবই নির্ভর করে **রাজ্যপালের ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতার** ওপর। তবে এ কথাও সত্য যে, কেন্দ্র ও রাজ্যে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য থাকলে রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সমর্থনপুষ্ট রাজ্যপাল প্রকৃত শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। এরূপ সরকারের প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে সব সময় স্মরণ রাখতে হয় যে, রাজ্যপালের সীমাহীন 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগের সম্ভাবনা তাঁর সরকারের ওপর ডেমোক্লিসের খড়্গের মতোই ঝুলছে।

Scanned with CamScanner